89873 - যে ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে এক কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীতে তওবা করেছেন; কিন্তু কাজটি অন্য একজনকে দিয়ে এসেছেন তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার পর

প্রশ্ন

আমি এক কোম্পানিতে কর্মরত ছিলাম। যে কোম্পানি বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করত। আমি ছিলাম কোম্পানির পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলোর কাছে মনোনীত প্রতিনিধি (Authorized Representative)। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এই কাজ থেকে তওবা করেছি। কিন্তু আমি আমার ব্যাংকিং কাজের দায়িত্ব অন্য এক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করেছি। যে ব্যক্তি আমার পরিবর্তে ব্যাংকগুলোর সাথে লেনদেন করবে। আমার এই কাজ (অন্যকে দায়িত্ব দেওয়া) যদি হারাম হয়ে থাকে, তবে এখন আমার করণীয় কী? বিশেষ করে সে এখন আমার শেখানো পদ্ধতিতেই ব্যাংকগুলোর সাথে কাজ করছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সুদি ব্যাংকগুলোর সাথে লেনদেনে যদি কেবল চলতি অ্যাকাউন্ট (Current Account)-এ সুদ ছাড়া অর্থ জমা রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে— ইসলামি ব্যাংক না থাকার কারণে এবং কোম্পানির অর্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য অর্থ জমা রাখার প্রয়োজন থাকার কারণে; তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু যদি সুদী ব্যাংকগুলোর সাথে লেনদেনের মধ্যে হারাম বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন: ব্যাংক থেকে সরাসরি ঋণ নেওয়া অথবা অন্য কোনো উপায়ে (যেমন ব্যাংকের মাধ্যমে কনোকাটা বা LC খোলা ইত্যাদি), তবে এ ধরনের লেনদেন হারাম। কোনো ব্যক্তির জন্য এমন লেনদেন করা জায়েজ নয়। কারণ এতে পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করা হয় এবং সুদের সাক্ষী হওয়া ও সুদকে অনুমোদন করার শামিল হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা নেকি ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।"[সূরা আল-মায়িদাহ: ২]

সহীহ মুসলিমের (১৫৯৮) বর্ণনায় জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদের দুই সাক্ষীর ওপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন: তারা সকলেই সমান

(অপরাধী)।"

যদি ওই কোম্পানির ব্যাংকিং লেনদেনে উপরের বর্ণিত হারাম পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তবে আপনি সে কাজ ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত ভালো করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনার তওবা কবুল করেন। তবে অন্য একজনকে এই কাজের পথ দেখিয়ে দেওয়া বা তাকে কাজ শেখানো আপনার ভুল ছিল। কারণ এটি হারাম কাজে সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় আপনার ওপর ওয়াজিব হলো: সেই ভাইকে এই কাজের শরয়ি বিধান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলা, তাকে নসিহত করা এবং নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা। নসিহত করার পর তিনি যদি কথা শোনেন এবং এ চাকুরিটি ছেড়ে দেন, আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি তিনি তা না করেন, তবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে গণ্য হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তাওফিক ও সঠিক পথের ওপর অবিচল থাকার দোয়া করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।